দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

চবি বন্ধ ॥ আগুন দেয়ার মামলায় আসামি ৬শ'

শাটল ট্রেন চলবে না!

॥ চট্টগ্রাম অফিস ॥

ছাত্র মৃত্যুর জের ধরে ক্ষতিগ্রস্ত স্টেশন ও ট্রেনের বগি মেরামতের জন্য আগামী ৩ দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার থেকে সোমবার, পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ঘটনার পর দিন গতকাল শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরী সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এদিকে ছাত্রদের নানা ধরনের নির্যাতনের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেন পুরোদমে বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আপাতত মেরামতের নামে কিছুদিন এ ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার সময় সর্বনিম্ন ৭ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ মাস পর্যন্ত হতে পারে। শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চট্টগ্রাম (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

চবি বন্ধ ॥ আগুন

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অধিকাংশেই শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরের ক্যাম্পাসে যাতায়াত করে এ শাটল ট্রেনে। অল্পকিছু বাস কিংবা হিউম্যান হলার যাতায়াত করলেও তা চাহিদার তুলনায় একেবারে নগণ্য।

এ প্রসঙ্গে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোশাররফ হোসেন দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ষোলশহর জংশনের সমস্ত সেফটি ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া বগিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই এ অবস্থায় ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাই আমরা স্টেশন ও ট্রেনের বগি মেরামতের জন্য ন্যূনতম সময় চেয়ে নিয়েছি।

রেলওয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেনে ছাত্রদের নির্যাতনের কারণে রেলওয়ের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করতে চায় না। কিছু হলেই তারা লোকো মাস্টার, গার্ড, চালককে মারধর করে, এমনকি বেশ ক'বার অপহরণ পর্যন্ত করা হয়েছে। ছাত্রদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অসংখ্যবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো সমাধান দিতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রামের ষোলশহর স্টেশনে ওভার ব্রিজ থেকে হুদে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে মাহমুদুল হাসান মামুন নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র মারা যায়। এর জের ধরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুরো ষোলশহর স্টেশন এবং শাটল ট্রেনের একটি বগি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া ভাংচুর করা হয় বগির দরজা-জানালা।

চট্টগ্রামের ষোলশহর রেল স্টেশন ও ট্রেনের বগিতে আগুন দেয়ার ঘটনায় প্রায় ৬০০ জনকে আসামি করে মোট ৪টি মামলা হলেও ছাত্রদের কাউকে গ্রেফতার করবে না পুলিশ। আন্দোলনরত ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যে কারণে পুলিশ মামলাগুলোতে সুনির্দিষ্ট করে কাউকে আসামি করেনি। তবে ঘটনার পর পর পুলিশ ঐ এলাকা থেকে ৮ জন বহিরাগতকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে চালান করে দিয়েছে। তারা এখন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে।

এ প্রসঙ্গে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান খান দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা না করা এটি সরকারের সিদ্ধান্ত। তবে আমরা মামলায় কাউকে সুনির্দিষ্ট করে আসামি করিনি।'

পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ৪টি মামলার মধ্যে দুইটি হয়েছে পাঁচলাইশ থানায় আর বাকি দুইটি জিআরপি থানায়। পাঁচলাইশ থানায় এসআই নাসির বাদী হয়ে দায়েরকৃত মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩০০ জনের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, ঘটনা চলাকালে ছাত্ররা স্টেশন ও বগিতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার পর সেখানে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি গাড়ি উপস্থিত হয়। তারা আগুন নিভিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে ছাত্ররা তাদের বাধা দেয় এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। জনৈক মাহবুবুর রহমানের দায়েরকৃত অপর একটি মামলায়ও প্রায় ৩০০ জনকে আসামি করা হয়।